জেসিকা লালের হত্যাকারী মনু শর্মার মুক্তি নিয়ে আর আপত্তি নেই পরিবারের

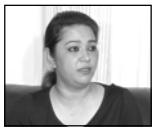

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : ১৯৯৯ সালের ২৯ এবং ৩০ এপ্রিলের রাত ছিল জেসিকা লালের পরিবারের কাছে শুধু উদ্বেগের নয়, আতঙ্কেরও। দক্ষিণ দিল্লির অভিজাত পরিবারের বীণা রামানির রেস্তোরাঁ ট্যামারিন্ড কোর্টে কাজ করতেন জেসিকা লাল। হরিয়ানার এক কংগ্রেস নেতার পুত্র মনু শর্মা সদলবলে চলে আসেন ওই রেস্তোরাঁয়। প্রায় মাঝরাতে জেসিকা ঢুকে জেসিকাকে মদ পরিবেশন করার নির্দেশ দেন তিনি। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ায় এই নির্দেশ মানতে রাজি হননি জেসিকা। আর তার জেরেই খুন হতে হয় তাঁকে। মনু গুলি চালিয়ে হত্যা করেন জেসিকাকে। রক্তে ভেসে যায় ট্যামারিন্ড কোর্ট রেস্তোরাঁ। যদিও সিদ্ধার্থ বশিষ্ঠ ওরফে মনু শর্মা এই হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত হলেও তাকে বাঁচানোর জন্য সে সময় কম চেষ্টা করেনি দিল্লি পুলিশ।

তবে জেসিকার বোন সাবরিনা লালও অত সহজে হাল ছাড়তে রাজি ছিলেন না। হিমাচল প্রদেশের কুলুর বাড়ি থেকে চলে আসতেন বাবা-মাও। বহু লড়াইয়ের পর ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর দিল্লি হাইকোর্ট মনু শর্মাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। অপর দুই অভিযুক্ত অমরদীপ সিং গিল এবং বিকাশ যাদবকে চার বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি ছয় অভিযুক্ত বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

মনু শর্মা ইতিমধ্যেই সংশোধনাগারে কাটিয়ে ফেলেছে ১৫ বছর। তবে সেদিন জেসিকা লালকে গুলি করে হত্যা করলেও এখন বোধহয় অনুতপ্ত সে। কারণ কারা প্রাচীরের অন্তরালে বন্দি হিসেবে তার আচরণ অত্যন্ত ভাল। আর এই 'গুড কনডাক্ট'-এর জন্যই তাকে আনা হয়েছে মুক্ত সংশোধনাগারে। প্রতিদিন নিয়ম করে সকালবেলায় সংশোধানাগারের নির্দিষ্ট ঘর থেকে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। দিনভর কাজের পর সন্ধে হলে পুলিশের খাতা মিলিয়ে ঘরে ফিরে যায় সে।

জেসিকা লালের পরিবারও মনু শর্মাকে নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। তাই জেসিকার বোন সাবরিনা তিহার সেন্ট্রাল জেলে ওয়েলফেয়ার অফিসারকে সম্প্রতি একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ও তাঁর পরিবার মনু শর্মাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। 'গুড কন্ডাক্ট'-এর জন্য শর্মার মুক্তি এমনিতেই অনেকটা এগিয়ে এসেছে। বোন সাবরিনার চিঠি পাওয়ার পর তিহার জেল কর্তৃপক্ষ মনু শর্মার মুক্তি নিয়ে চিন্তাভবনা শুরু করছেন বলে জানা গেছে। এখন ৪১ বছরের এই অপরাধী কবে তিহার জেল থেকে বেরিয়ে আসে সেজন্য প্রতীক্ষা করছে শর্মার পরিবার। তবে জেসিকার পরিবারের মনু শর্মাকে নিয়ে আর কোনও উদ্বেগ নেই।

পর্নো সাইটগুলি ধর্ষণের জন্য দায়ী, বললেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

তাঁর রাজ্যেই স্কার্ট পরার অপরাধে এক মডেলের শ্লীলতাহানির চেষ্টা

ভোপাল, ২৩ এপ্রিল : দেশে ধর্ষণের ঘটনা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইটগুলির বাড়বাড়ন্তকেই দায়ী করলেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং। সিংয়ের দাবি, তাঁর মন্ত্রক সম্প্রতি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, এই অপরাধ বাড়তে থাকার জন্য দায়ী পর্নো ওয়েবসাইটগুলি। মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই মন্তব্য করলেন এমন একটা সময়ে, যখন ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে সারা দেশ উত্তাল। শুক্রবারই মধ্যপ্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর ইন্দোরে একটি বছতলের বেসমেন্টে ৬ মাসের শিশুকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। ধর্ষণকারী তার কাকা।

ভোপালে ঘটেছে আরও একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা, রাজ্যের এক মডেল স্কুটারে করে যাওয়ার সময় তার পিছু ধাওয়া করে দুই ব্যক্তি স্কার্ট টেনে নামানোর চেষ্টা করে। একইসঙ্গে তারা অশ্লীল মন্তব্যও করতে থাকে। ওই মডেল ভয় না পেয়ে তাদের বাধা দিতে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যান। ফলে রীতিমতো আহত হন। ভোপালের একটি ব্যস্ত রাস্তায় দিনদুপুরে এই ঘটনা ঘটলেও তাকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে কেউ এগিয়ে আসেনি। রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পর এক 'আঙ্কল' এগিয়ে এসে তাকে টেনে তোলেন ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে বলে যান স্কার্ট পরার জন্যই তার এই পরিণতি।

'আঙ্কল'-এর মুখে একথা শোনার পর ক্ষুব্ধ এই মডেল দাবি করেছেন, 'কী পরব না পরব তা সম্পূর্ণ আমার নিজের পছন্দ। স্কার্ট পরার জন্য আমাকে লাঞ্ছনা করার অধিকার কেউ তাদের দেয়নি।' সেখানে সিসিটিভি ছিল বলে পুলিশ দাবি করলেও ওই মহিলা মডেল সেখানে ফিরে গিয়ে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা দেখতে পাননি। কিছুটা হতাশার সুরেই তিনি বলেছেন, পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেও তিনি জানেন না তাদের ধরা হবে কি না। এই ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার ইন্দোরের একটি বহুতলের বেসমেন্টে ৬ মাসের শিশুকে ধর্ষণ করে হত্যা করার পর।

প্রসঙ্গত, সারা দেশেই ধর্ষণের ঘটনা এখন আলোচনার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক ব্রিটেন সফরেও বার বার এই প্রশ্ন উঠেছে। এজন্য মোদীকে সাফাই গাইতেও হয়েছে। এদিকে তাঁর দলেরই নেতা-মন্ত্রীরা এইসব ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে নানারকম মন্তব্য করছেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান যেমন গত শনিবার বলেন, ৯২ শতাংশ নাবালিকাকে ধর্ষণের ক্ষেত্রেই দায়ী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা। আত্মীয়রা দায়ী হলেও ৯২ শতাংশ ক্ষেত্রেই যে আত্মীয়রা দায়ী নন তা জলের মতো সোজা-সরল বলে রে-রে করে উঠেছেন বিরোধীরা।

এছাড়া বিজেপির তিন সাংসদ ও মন্ত্রী মীনাক্ষি লেখি, হেমা মালিনী এবং সন্তোষ গাঙ্গোয়ার দেশজুড়ে ব্যাপক ধর্ষণ কাণ্ডের জন্য যারা এইসব ঘটনার শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি ন্যূনতম সহমর্মিতা না দেখিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। ফলে তাদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। আর এই ক্ষোভ দমন করতেই প্রধানমন্ত্রী সোজাসুজি দলীয় নেতা-কর্মীদের বিষয়টি নিয়ে কথায় কথায় মুখ না খুলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, যার বলার কথা শুধু তিনিই এ নিয়ে বলবেন। যদিও প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশের পরেও মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, পর্নো সাইটগুলি দেশে ধর্ষণ কাণ্ড বেড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী।

অথচ মন্ত্রী যখন একথা বলেছেন, তখনই ভোপালের রাস্তায় ঘটে গেছে মারাত্মক ঘটনা। রবিবার একেবারে দিন-দুপুরে ভোপালের একটি ব্যস্ত রাস্তায় ঘটনাটি ঘটে। স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এক মডেল। সেই সময় দুই ব্যক্তি পিছন থেকে এসে চলন্ত অবস্থাতে তার স্কার্টটি খুলে ফেলার চেষ্টা করে। এদের মুখেও ছিল নানা অশ্লীল শব্দ। ওই মডেল পরে জানিয়েছেন, যে কোনও সময় বড়মাপের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। তারা অশ্লীল শব্দগুলি চিৎকার করে বলছিল। সে সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি তাদের থামানোর চেষ্টা করেন। আর তখনই ওই দুই দুষ্কৃতী মহিলা মডেলকে ফেলে দিয়ে পালায়।

পুলিশের কাছে তিনি অভিযোগ দায়ের করলেও এখনও তারা ধরা পড়েনি। অভিযুক্তরা আদৌ ধরা পড়বে কি না, তা নিয়েও নিশ্চিত নন ওই মডেল।

বিশ্বজুড়ে পালিত 'ওয়ার্ল্ড বুক অ্যান্ড কপিরাইট ডে'

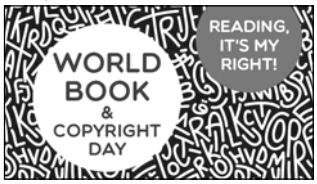

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : প্রতি বছর ২৩ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় 'ওয়ার্ল্ড বুক অ্যান্ড কপিরাইট ডে'। রাষ্ট্রপুঞ্জের শাখা সংগঠন ইউনেসকো এই ইভেন্টটির আয়োজন করে। ১৯৯৫ সালে প্রথম পালন করা হয় বিশ্ব বই দিবস। প্রসঙ্গত, ২৩ এপ্রিল বিশ্ববাসীর কাছে একটি মনে রাখার মতো দিনও। কারণ এই দিনই মিগুয়েল দ্য কার্ভেন্টেজ, উইলিয়ম সেক্সপিয়র এবং গার্সিলাসো দ্য লা ভেগা'র জন্ম এবং মৃত্যুদিন। ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল সেক্সপিয়র এবং কার্ভেন্টেজের মৃত্যু হয়। যদিও একই বছর এই দিনটিতে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল কি না, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।

ইউনেসকো চলতি বছরের এই দিনটিতে মানবাধিকারের ৭০তম বার্ষিকীও পালন করার ডাক দিয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বিজ্ঞান গবেষণার সুফল যাতে মানুষ ভোগ করতে পারেন, সেকথাও বলা হয়েছে ইউনেসকোর ঘোষণায়। প্রসঙ্গত, ১৯৫০ সালে ফ্লোরেন্স কনভেনশনে প্রথম এই দিনটি পালন করা হয়। ইউনেসকো রাষ্ট্রপুঞ্জের সব বৌদ্ধিক কাজকর্মের মধ্যে সাযুজ্য বা সহযোগিতা গড়ে তোলার দাবি জানায় এই দিনটিতেই। মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা, প্রকাশনা বিনিময়, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য লেনদেনের কথাও বলা হয় ইউনেসকোর ঘোষণায়।

ইউনেসকো মনে করে, বই-ই একমাত্র প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে পারে। কারণ বইয়েরই রয়েছে একমাত্র সেই শক্তি। বই-ই পারে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে। এই দিনটিতে বইয়ের শক্তি প্রদর্শনের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইউনেসকোর সদর দফতরে এই ঘোষণা সংক্রান্ত ৩০টি প্রবন্ধ সমন্বিত একটি বইয়ের প্রকাশ, কর্মশালা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

এখেন্সকে বিশ্বে বই প্রকাশনার রাজধানী হিসেবে গণ্য করা হয়। চলতি বছরে অর্থাৎ ২০১৮ সাল ইউনেসকো বইয়ের প্রচার, বই পড়া এবং এ সংক্রান্ত কাজকর্ম বাড়ানোর জন্য 'ওয়ার্ল্ড বুক অ্যান্ড কপিরাইট ডে' জঁাকজমকের সঙ্গে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবসে ইউনেসকো এথেন্স শহরকে বেছে নিয়েছে তার বই সংক্রান্ত কাজের মান এবং বই শিল্পের প্রসারে এই শহরের অবদানের জন্য। ইউনেসকোর তরফে এজন্য নানারকম কর্মশালার আয়োজন করা হয়। লেখক, অনুবাদকদের মধ্যে বৈঠক, শিল্প প্রদর্শনী ও কবিতা পাঠ ছিল এই কর্মশালার অন্যতম আকর্ষণ।

কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সময়সীমা বাড়ল

বেঙ্গালুরু, ২৩ এপ্রিল : কর্নাটকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সময়সীমা বাড়ানো হল। ভারতীয় নির্বাচন আয়োগ এই সময়সীমা বাড়িয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সোমবার। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভোট গ্রহণের সময়সীমা ১ ঘণ্টা বাড়িয়ে সকাল ৭টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় নির্বাচন আয়োগের বিধি অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের সময়সীমা সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। গত ১৭ এপ্রিল কর্নাটকের রাজ্যপাল এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫৬ ধারা ১৫ উপধারা ২ অনুসারে কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হল। কর্নাটকের বর্তমান অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া ও নির্বাচনে ভিভিপ্যাট চালু করার জন্য এই সময়সীমা বাড়ানো হল বলেও জানানো হয়েছে। ভোটদাতাদের এর ফলে ভোটদানের সুবিধা হবে বলে মনে করছে নির্বাচন আয়োগ। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫৬'র ধারা এবং সাধারণ ধারা ২১ বলে ভারতীয় নির্বাচন আয়োগ এই আইনের সংশোধন করেছে।

কর্নাটকে আগামী ১২ মে বিধানসভা নির্বাচন। প্রবল গরমে দুপুরের দিকে ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে আসা নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেই কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ভারতীয় নির্বাচন আয়োগের কাছে ভোট গ্রহণের সময়সীমা অন্তত ১ ঘণ্টা বাড়ানোর জন্য দাবি করা হয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলির সেই দাবি মেনে নিয়েই ভারতীয় নির্বাচন আয়োগ ভোট গ্রহণের সময়সীমা ১ ঘণ্টা বাড়িয়ে সকাল ৭টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত করল। এর ফলে ভোটদাতাদের এই প্রবল গরমে ভোটকেন্দ্রে আসা অনেকটাই সহজ হবে বলে মনে করছে নির্বাচন আয়োগ এবং রাজনৈতিক দলগুলি।

রেল বার্তা

সিএলডব্লু'র কেজিহাসপাতালে ১৮তম সিএমই

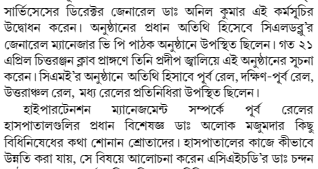

স্টাফ রিপোর্টার : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের কস্তুরবা গান্ধি হাসপাতাল ১৮তম সিএমই (কন্টিনিয়্যুইং মেডিক্যাল এডুকেশন) আয়োজন করেছে চিত্তরঞ্জন ক্লাব প্রাঙ্গণে। গত ২১ এপ্রিল ২০১৮ থেকে এই সিএমই'র সূচনা হয়েছে। সামাজিক চাহিদা পূরণ কতটা হচ্ছে তা দেখার জন্য আয়োজিত বৈঠকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচি রূপায়ণে এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। রেলওয়ে বোর্ডে রেলওয়ে হেল্থ সার্ভিসেসের ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ অনিল কুমার এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে সিএলডব্লু'র জেনারেল ম্যানেজার ভি পি পাঠক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গত ২১ এপ্রিল চিত্তরঞ্জন ক্লাব প্রাঙ্গণে তিনি প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সিএমই'র অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, উত্তরাঞ্চল রেল, মধ্য রেলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে পূর্ব রেলের হাসপাতালগুলির প্রধান বিশেষজ্ঞ ডাঃ অলোক মজুমদার কিছু বিধিনিষেধের কথা শোনান শ্রোতাদের। হাসপাতালের কাজে কীভাবে উন্নতি করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করেন এসিএইচডি'র ডাঃ চন্দন পাঠক, হাওড়া অর্থোপেডিক বিভাগের চিকিৎসকরা এবং অ্যাপোলো হাসপাতাল কলকাতার কনসাল্ট্যান্ট ডাইলেক্টোলজিস্ট ডাঃ দেবাশিস বসু ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট এবং লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আশা করা হচ্ছে,কন্টিনিউয়িং মেডিক্যাল প্রোগ্রাম ভারতীয় রেলে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করবে।

আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে চিকিৎসকদের নিয়ে উপহাস নয়, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে আবেদন এইমসের চিকিৎসকদের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : রাজধানীর সেরা হাসপাতাল হিসেবে পরিচিত এইমসের আবাসিক চিকিৎসক সংগঠন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি লন্ডনে গিয়ে তাঁদের নিয়ে যে উপহাস করেছেন, তার তীব্র নিন্দা করলেন। লন্ডনের আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসকদের নানারকম দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, চিকিৎসকরা দেশে নিজের কাজটি করেন না, ওষুধ কোম্পানিগুলির পয়সায় বিদেশে বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দিতেই ব্যস্ত থাকেন। এর পিছনে অন্যতম উদ্দেশ্য হল, এইসব কোম্পানির ওষুধগুলির প্রচার।

প্রধানমন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে রীতিমতো হতাশ এইমসের এক চিকিৎসক বলেছেন, কোনও কোনও চিকিৎসক হয়তো বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির দামি ওষুধগুলি প্রেসক্রিপশনে লেখার পুরস্কার হিসাবে বিদেশ সফরে যাওয়ার পুরস্কার পান। কিন্তু একথা সব চিকিৎসকের সম্পর্কে বলা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক ফোরামে বিশ্বজুড়ে চিকিৎসকদের মধ্যে যে সৌভাতৃত্ব রয়েছে, তাতে প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য সংকট তৈরি করবে। অ্যাসোসিয়েশন অফ মেডিক্যাল কনসাল্ট্যান্ট (এএমসি) মুম্বই এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) বহু চিকিৎসক এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছেন।

এইমসের আবাসিক চিকিৎসকদের সংগঠনের মুখপাত্রের দাবি, মেডিক্যাল ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে ভারতীয় চিকিৎসকদের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। কারণ ভারতীয় চিকিৎসকরাই বিশ্বের এক নম্বর ওষুধ রফতানিকারক হিসেবে পরিচিত। সব চিকিৎসকরা এবং ওষুধ শিল্প যৌথভাবে এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন, প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য তাতে জল ঢেলে দেবে। তারা বলেন, চিকিৎসকদের সংগঠনেও যে কিছু খারাপ মানুষ আছে তা মেনেই বলা যায়, সব পেশাতেই এমনকি মোদীজির সরকারেও এরকম মানুষের অভাব নেই। তাই বলে সামগ্রিকভাবে চিকিৎসকরা দুর্নীতিগ্রস্ত বলেই আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে তাদের উপহাস করা কখনই উচিত নয়।

সংগঠনের মুখপাত্র বলেছেন, মোদীজিকে তারা সাদা অ্যাপ্রন পরে একটিমাত্র দিন কোনও সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে কাটানোর জন্য অনুরোধ করছেন। একটিমাত্র দিন এভাবে কাটালে প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারবেন, বিভিন্ন স্তরে চিকিৎসকদের কত ধকল সহ্য করতে হয়। এএমসি প্রধানমন্ত্রীকে যে চিঠি দিয়েছে সেখানে তারা লিখেছে, আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে ভারতীয় চিকিৎসকদের নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী আসলে চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যে যে চমৎকার বিশ্বাসের সম্পর্ক তাকেই নষ্ট করে ফেলছেন। চিকিৎসকরা যাতে সেই হৃত সম্মান, সেই বিশ্বাস ফিরে পান সেজন্য প্রধানমন্ত্রীরই এবার উদ্যোগী হওয়া উচিত।

বিদেশের প্লাটফর্মে কী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী? সম্প্রতি লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার 'ভারত কি বাত সব কে সাথ' ইভেন্টের আয়োজন করে ভারতীয় হাইকমিশন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী একাধিক উদাহরণ দিয়ে অভিযোগ করেন, ওষুধ কোম্পানিগুলির টাকায় চিকিৎসকরা নিয়মিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে যোগ দেন। চিকিৎসক ও ওষুধ কোম্পানিগুলির মধ্যে এই আঁতাত এবার বন্ধ হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী এখানেই থামেননি, তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকরা সিঙ্গাপুর, দুবাই ছোটেল কনফারেন্সে যোগ দিতে। অথচ কেউ অসুস্থ হলে তাদের দেখা মেলে না। কনফারেন্সে যান কারণ ওষুধ কোম্পানিগুলি তাদের আদর করে ডেকে নিয়ে যায়। কমদামি ওষুধ চড়া দামে বিক্রি করার জন্য তারা এই কাজ করেন। অথচ ওই একই ওষুধ সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানে অনেক কম দামে বিক্রি হয়। আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে প্রধানমন্ত্রীর এইসব মন্তব্যের বিরুদ্ধেই চিকিৎসকদের সংগঠনগুলি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে এইমসের আবাসিক চিকিৎসকদের সংগঠনও।

আগরতলায় বিশ্ব বই দিবসে বহু বইয়ের মধ্যে থেকে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বইটি খুঁজে বার করছেন এক পুস্তক বিক্রেতা।

শিশু ধর্ষণকারীদের মৃত্যুদণ্ড চান ৭৬ শতাংশ ভারতীয়: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ রবিবারই কেন্দ্রীয় সরকারের আনা অর্ডিন্যান্সে সায় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, শিশু ধর্ষণকারীদের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে পকসো আইনের সংশোধন করে অর্ডিন্যান্সটি অনুমোদন করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উন্নাও কাঠুয়া ও সুরাত সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় দল কোণঠাসা হচ্ছে বুঝতে পেরেই তড়িঘড়ি মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে শনিবারই অর্ডিন্যান্সটি অনুমোদন করিয়ে নেন। এরপরই একটি সমীক্ষায় দেশের ৭৬ শতাংশ মানুষই এই অর্ডিন্যান্সের সঙ্গে সহমত। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লোকাল সার্কল এই সমীক্ষাটি চালায়। তাদের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, ৭৬ শতাংশ মানুষ যখন শিশু ধর্ষণকারীদের মৃত্যুদণ্ডকে স্বাগত জানিয়েছেন, তখন ১৮ শতাংশ তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চেয়েছেন। তবে এই সময় তাদের প্যারোল দেওয়া চলবে না বলেও দাবি করেছেন তারা। মাত্র ৩ শতাংশ শিশু ধর্ষণকারীদের ৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে শিশু ধর্ষণকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি হল ৭ বছরের কারাদণ্ড। ৪০ হাজার মানুষের উপরে সমীক্ষা চালানো হয়।

গলায় নখ বসিয়ে সদ্যোজাত কন্যাকে হত্যা

থানে, ২৩ এপ্রিল : গলায় নিজের তীক্ষ্ণ নখ বসিয়ে সদ্যোজাত কন্যাকে হত্যা করেছে এক মা (২৭)। থানের আম্বারনি গ্রামের বাসিন্দা বৈশালী প্রধানের আগে আরও দু'টি মেয়ে আছে। তাদের বয়স ৫ ও ৩। পুলিশকে জেরায় বৈশালী জানিয়েছে, তাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তাই তৃতীয় কন্যার জন্মকে মেনে নিতে পারেনি সে। খাদকপাড়া থানার পুলিশ রবিবার গ্রেফতার করে বৈশালীকে।

মেঘালয় থেকে উঠল বহু বিতর্কিত আফস্পা

নয়াদিল্লি/শিলং, ২৩ এপ্রিল : ইরম শর্মিলা চানু তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ অনশনে কাটিয়েছেন মণিপুর থেকে আফস্পা তুলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেনাবাহিনীকে দেওয়া এই বিশেষ ক্ষমতা কেন্দ্রের কোনও সরকারই তুলে নিতে চায়নি। উল্টে অনশন থেকে সরিয়ে আনার জন্য চানুকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছে। শর্মিলা তাঁর অনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তিনি এক বিদেশিকে বিয়ে করে এখন অন্যত্র পারিবারিক জীবনযাপন করছেন। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার শেষ পর্যন্ত আর্মড ফোর্সেস অ্যাক্ট (আফস্পা) পুরোপুরি তুলে নিল মেঘালয় থেকে। অরুণাচল প্রদেশের কিছু অংশে এই আইন এখনও জারি থাকবে। কিন্তু যে মণিপুর নিয়ে শর্মিলার এত লড়াই সেখান থেকে তোলা হয়নি আফস্পা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশের কিছু অংশে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায় তুলে নেওয়া হল আফস্পা। যদিও অরুণাচলপ্রদেশের মাত্রানমাত্র সীমান্তলাগোয়া তিনটি জেলা এবং অসমের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া সাতটি জেলার বিশেষ বিশেষ অংশে জারি থাকল আফস্পা। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে অরুণাচলের তিনটি জেলায় জারি হয় আফস্পা। ২০১৫ সালে এই বিতর্কিত আইনটি ত্রিপুরা থেকে তুলে নেওয়া হলেও গত এক বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বেশকিছু অংশকে নতুন করে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, আফস্পা সেনাবাহিনীতে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। অশান্ত এলাকায় এই আইনের বলে তারা কাউকে গ্রেফতার বা হত্যা করতে পারবে। ওয়ারান্ট ছাড়াই যে কোনও জায়গায় অনুসন্ধান চালাতে পারবে সেনাবাহিনী। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত এজন্য সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও মামলায় দায়েরও করা যাবে না।

TENDER NOTICE

Tender Notice for Purchas of Paint items of A & N Police vehicles bearing tender Notice No.92/PMT/Store/Purchase of Paint/2010/2017/03 dtd.03/04/2018 is invited from the general public. The tender will be open in the Chamber of Superintendent of Police (Police Motor Transport), Port Blair on 22/05/2018 at 1530 hrs. Details of Tender notice with terms & condition can be downloaded from A & N Administration website i.e. **www.and.nic.in./Departmental website and eproc.andaman.gov.in.** The last date of receipt of tenders is on 22/05/2018 at 1500hrs.

Unique NO 51355

Sd/-
Dy. Superintendent of Police (PMT)
For Director General of Police
A&N Islands.
2051/18